ভুয়া সনদেই স্বপদে বহাল প্রধান শিক্ষক

৩০ জুন ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ৩০ জুন ২০১৯ ০৩:০০

বিএড সনদ ভুয়া প্রমাণিত হওয়ার পরও স্বপদে বহাল পাবনার সুজানগর উপজেলার সাতবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম শামসুল আলম। অথচ প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণপূর্বক তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় প্রভাবশালীদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার কারণে তিনি বহালতবিয়তে। যদিও শতবর্ষী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এ নামের প্রধান শিক্ষক নেই বলে জানিয়েছেন পরিচালনা কমিটির সভাপতি এসকে হবিবউল্লাহ।

জানা গেছে, একেএম শামসুল আলমের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গত ২৯ মে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) চিঠি পাঠিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) মো. রাহেদ হোসেন স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, একেএম শামসুল আলমের বিরুদ্ধে ভুয়া বিএড সনদ দিয়ে সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হওয়ার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত। তাকে ওই পদ থেকে অপসারণপূর্বক বিধি অনুযায়ী যথোপযুক্ত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক একেএম শামসুল আলমকে শোকজ করা হচ্ছে। তার জবাবের পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এসকে হবিবউল্লাহ আমাদের সময়কে বলেন, ‘এমন কোনো চিঠির খবর আমি জানি না। আমি মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নেব।’ ভুয়া বিএড সনদ দিয়ে শামসুল আলম কী করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পেলেনÑ এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘আমি একেএম শামসুল আলমকে চিনি না। এ নামে আমাদের স্কুলে কোনো হেডমাস্টার নেই।’ তখন তার কাছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম জানতে চাইলে তিনি সেটাও বলতে পারেননি।

একাধিক ভুয়া বিএড সনদ ছাড়াও একেএম শামসুল আলমের বিরুদ্ধে নিয়োগ বিধি লঙ্ঘন করে পদ দখল, সরকারি টাকা আত্মসাৎ, ম্যানেজিং কমিটি ছাড়াই বিদ্যালয় পরিচালনা,

বিধিবহির্ভূতভাবে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হস্তান্তরসহ বেশকিছু অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম শামসুল আলম বলেন, ‘শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির অনুলিপি আমি চলতি মাসের তিন তারিখে পেয়েছি। এটা আমার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। আগামী সপ্তাহে আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আমার বক্তব্য জানাব।’